"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্মরণের লম্বা সিঁড়ি তখনই চড়তে পারবে যখন বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীতি থাকবে, স্মরণের দৌড়ে দ্বারাই বিজয়মালায় চলে আসবে"

*প্রশ্নঃ - একমাত্র বাবার সাথেই প্রকৃত ভালোবাসা থাকলে তার কি নিদর্শন দেখা যাবে?

*উত্তরঃ - যদি একমাত্র বাবার সাথেই প্রকৃত ভালোবাসা থাকে তখন পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরের প্রতি ভালোবাসা সমাপ্ত হয়ে যাবে। জীবিত থেকেও মৃতসম হয়ে যাওয়াই হলো ভালোবাসার নিদর্শন। বাবা ব্যতীত কারোর সঙ্গে যেন ভালোবাসা না থাকে। বুদ্ধিতে যেন থাকে এখন আমাদের ঘরে যেতে হবে, এই হলো আমাদের অন্তিম জন্ম। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা ৮৪ জন্মের খেলা সম্পূর্ণ করেছো, এখন সবকিছু ভুলে আমাকে স্মরণ করো তবেই আমি তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

*গীতঃ- বনমালী রে, তুমিই হলে বেঁচে থাকার আশ্রয়....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এই গান শুনেছে যে এ হলো মিথ্যে দুনিয়া। অসত্য ভূখণ্ড ভারতের উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে। প্রত্যেকের আপন-আপন জন্মভূমির খেয়াল থাকে। এখন বাচ্চারা বলে - আমাদের এই মিথ্যা ভূখণ্ডের সঙ্গে কোন তালুক নেই, কারণ এখানে অনেক দুঃখ রয়েছে। এখন তো সুখের নাম-নিশানও নেই। মিথ্যা ভূখণ্ডের আয়ু এখন অতি অল্পই বাকি রয়েছে। এ হলো অন্তিম জন্ম, একে মিথ্যা-ভূখণ্ড, মৃত্যু লোক বলা হয়ে থাকে। ওটা হলো অমরলোক। মৃত্যুলোকে কাল গ্রাস করে। তারপর পুনর্জন্মও মিথ্যা দুনিয়াতেই নেয়। বাচ্চারা জানে যে এখন আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি, এখন আমাদের এই দুনিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। বাবা এসেছেন নিয়ে যাওয়ার জন্য সেইজন্য এই পুরানো দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বাবার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক জুড়েছে সেইজন্য উত্তরাধিকারও তোমাদেরই প্রাপ্ত হয়। এছাড়া যাদব, কৌরবদের হলো বিপরীত বুদ্ধি অর্থাৎ বাবাকে জানেই না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের অদ্বিতীয় বাবার সঙ্গেই প্রীত বুদ্ধি রয়েছে। বাবা বলেন যে গৃহস্থী জীবনে অবশ্যই থাকো, বাবাকে স্মরণ করো। এখন সমস্ত অ্যাক্টরদের ভূমিকা সম্পূর্ণ হতে চলেছে। সকলের শরীরের বিনাশ হবে। তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। মানুষ মরতে চায় না। তোমরা তো জীবিত থেকেও মৃত-সম হয়ে গেছো। এই দুনিয়ার কারোর সঙ্গে প্রেম নেই। এই শরীরের প্রতিও ভালোবাসা নেই। আত্মার আলো প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা হলাম বাবার সন্তান আমাদের ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন খেলা সম্পূর্ণ হয়েছে। আমরাই দেবতা ছিলাম, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছি। এখন আমরা পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়েছি, এই চক্রকে সম্পূর্ণরূপে স্মরণে রাখতে হবে। আত্মা বলে যে অবশ্যই পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন এ হলো অন্তিম জন্ম। বাবা এসেছেন নিয়ে যাওয়ার জন্য। অনেকবার আমরা 84 জন্মের চক্রকে আবর্তন করেছি। স্বদর্শন-চক্রধারী হয়েছো, তাই না ! বোঝানো হয়ে থাকে যে এরকমভাবে আমরা ৮৪ জন্মের চক্রকে আবর্তন করেছি। সমস্ত ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম বলা হবে না। যারা ব্রাহ্মণ হয় তারাই বুঝতে পারে। ৫ হাজার বছর পূর্বেও বুঝিয়েছিলাম - হে বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের জন্মকে জানো না। ৮৪ লক্ষ জন্মের তো কেউ বর্ণনাই দিতে পারবে না।

এখন তোমাদের সকল ধর্মের চক্রকেও জানা হয়ে গেছে। হিসাবপত্র বের করতে যারা হুশিয়ার হবে তারা তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে। অবশ্যই অমুক ধর্মের এত জন্ম নেওয়া উচিত। তোমাদেরও সম্পূর্ণ নিশ্চয় রয়েছে যে আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি, এখন বাবা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন, যার জন্যই হলো এই অতি ভয়াবহ যুদ্ধ। তাদের সকলের হলো বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। বিনাশ হয়ই কলিযুগের অন্তে আর সত্যযুগের আদির সঙ্গমে। সত্যযুগ আর ত্রেতার সঙ্গমকে বিনাশকাল বলা যাবে না। ওখানে তো বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখন সকলের বিনাশ হবে একে বিনাশকাল বলা হয়ে থাকে। এখন তোমাদের হলো অন্তিম জন্ম। এর আগে বাবা এলে তখন বলতে পারেনা যে তোমাদের এ হলো অন্তিম জন্ম। যখন খেলা সম্পূর্ণ হয় তখনই আমি আসি। তোমরা জানো অবশ্যই আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি। গাওয়া হয়ে থাকে যে কুমারী হলো সে-ই, যে ২১ কুলের উদ্ধার করে। এখন ওরা তো বুঝতে পারেনা যে ২১ কুল কাকে বলা হয়ে থাকে। ভারতে কুমারীদের অনেক মান্যতা রয়েছে, পূজন করে। জগদম্বা হলেন কুমারী, তাই না ! কুমারীকে আবার জগদম্বা বলা, এরও অর্থ চাই, তাই না ! জগদম্বা থাকলে তখন জগত-পিতাও চাই, তাই না ! জগত-পিতা থাকলে সাথে মাতাও চাই। এমন তো অনেক মাতারা রয়েছে যাদের জগৎ-মাতাও বলে। সংবাদপত্রেও পড়েছিলাম -- কোনো মাতাকে জগৎ-মাতা লিখেছিল। এখন জগৎ মানে হলো সমগ্র সৃষ্টি। তাহলে জগতের মাতা একজনই হবে নাকি ১০-২০জন হবে। রচয়িতা বাবা হলেন এক

তাহলে মাতাও একজনই চাই, তাই না ! এত মাতারা, সকলেই হলো জগতের মালিক। জগতের মাতা হলেন একজনই, তাই না ! জগদম্বা। তাহলে বাচ্চারা, এখন তোমাদের ভালবাসা হলো একমাত্র শিববাবার সঙ্গে। তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বরের অনুক্রম রয়েছে, যাদের সম্পূর্ণ প্রেম আছে। সজনীর একমাত্র সাজনের প্রতি, বাচ্চাদের অদ্বিতীয় বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত। আর সকলের সঙ্গে ভেঙে ফেলতে হবে। নষ্টমোহ হতে হবে। পুরোনো দুনিয়ার থেকে নষ্টমোহ। যখন ঘর পুরোনো হয়ে যায় তখন বাবা নতুন বানায়। যখন নতুন হয়ে যায় তখন সেখানে বসে পুরোনোর অন্ত করে দেয়। বাবা বলেন - আমি তোমাদের জন্য স্বর্গ, নতুন দুনিয়া রচনা করি। নতুন দুনিয়ায় নতুন দিল্লি রয়েছে। এই যমুনার উপকন্ঠই আছে যেখানে তোমরা রাজ্য করো। তোমরা জানো যে ভক্তির অনেক বড় ব্যাখ্যা রয়েছে। জ্ঞান তো একদমই অল্প আছে - এক সেকেন্ডের। বীজকে জানলে সমগ্র বৃক্ষই এসে যায়। আলাদা-আলাদা বিভিন্ন ধরনের ধর্মের বৃক্ষ (ঝাড়) রয়েছে, তাতে মুখ্য ফাউন্ডেশন হলো দেবী-দেবতা ধর্মের। অর্ধেক কল্পে এক ধর্ম ব্যতীত আর কোনো ধর্ম নেই। বাকি অর্ধেক কল্পে দেখো কত ধর্মের স্থাপনা হয়। বলা হয়ে থাকে যে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা দেবতা ধর্ম আর ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা করেন। সে তো দেখো, ব্রাহ্মণ তো তোমরা হলেই। তোমাদের মধ্যেও কেউ সূর্যবংশীয়, কেউ চন্দ্রবংশীয় হবে। উচ্চ থেকেও উচ্চ হলো ব্রাহ্মণ ধর্ম। ভারতবাসীরা নিজেদের ধর্মকেই জানে না। বলা হয়ে থাকে রিলিজিয়ান হলো শক্তি। এখন বাবা ধর্ম স্থাপন করেন তাহলে তোমরা বাবার হয়ে গিয়ে বাবার থেকে কত শক্তি গ্রহণ করো। তাছাড়া সর্বশক্তিমান বাবাই বাচ্চাদের যোগের মাধ্যমে শক্তিমান করেন। বাবা হলেন কত গুপ্ত। ওঁনার নিজস্ব শরীর নেই। সর্বশক্তিমান যখন বলা হয় তখন অবশ্যই শক্তি দেবেন, তাই না ! তোমাদের নামই হলো শিবশক্তি। শিবের থেকে শক্তি গ্রহণ করবে। নরককে স্বর্গে পরিণত করো। এই বল তোমরা প্রাপ্ত করো। যোগবলের দ্বারা তোমরা রাবণের উপর বিজয়প্রাপ্ত করো। তাহলে পুরুষার্থের নম্বরের অনুক্রমে এখন তোমাদের সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে ভালবাসা রয়েছে। অনেক বিপরীত বুদ্ধিও আছে কারণ তারা স্মরণ করে না। অনেক ভালবাসাও তাদের আছে, যারা প্রচুর স্মরণ করে। অল্প ভালবাসা থাকলে তখন বুঝবে স্মরণ করে না। বলে - কি করবো..., প্রতিমুহূর্তে ভুলে যাই....। আরে, প্রিয়তমকে তোমরা স্মরণ করতে পারো না ? বাবা, যাঁর থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, এমন বাবাকে স্মরণ করতে পারো না ? কারণ বলো ? বাচ্চা বলে বাবাকে স্মরণ করতে পারি না। আরে, তাহলে উত্তরাধিকার কি'করে প্রাপ্ত করবে ? যত বাবাকে স্মরণ করো ততই শক্তি প্রাপ্ত হয়। এমন নয় যে শিববাবাকেও স্মরণ করো আর মুখ কালোও করতে থাকো তাহলে রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করতে পারবে না। বলে - বাবা, আমরা ভুলে যাই, বিভ্রান্ত হয়ে যাই। বাবা বলেন - আরে, তোমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছো, তোমাদের তো অতি নেশা চড়ে থাকা উচিত। এরকম বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করা উচিত। প্রীত-বুদ্ধির হওয়া উচিত। শিববাবার সঙ্গে প্রেম না থাকলে ব্রহ্মার সঙ্গেও থাকবে না। তারা এভাবেই সকলের সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকবে। যোগই নেই তাহলে উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত করবে ? গডলী বুলবুল হতে পারবে না। বুলবুল হওয়া উচিত, তাই না ! বাবার কাছে গডলী বুলবুল আছে, ময়নাও আছে, তোতাও আছে, কোনো কাকও আছে। সকলের সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করে। কেউ আবার পিজীয়নও(পায়রা) হয়। সে আওয়াজ (কথা বলতে) করতে পারে না। বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফুল থাকে। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি কোন্ ফুল ? গোলাপ হয়েছি নাকি রুহে-গোলাপ (আধ্যাত্মিক সুগন্ধী গোলাপ) হয়েছি ? আমরা কি মাম্মা-বাবার মতন সার্ভিস করি ? আমরা কি শ্রী নারায়ণকে বা শ্রী লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবো ? এমনভাবে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমি বাবাকে কতখানি স্মরণ করি ? কত সেবা করি ? বাবার থেকে তো অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা ভারতে এসেছেন, অবশ্যই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেছিলেন। অবশ্যই শিববাবা আসবেন তবেই তো সত্যযুগের রচনা করবেন, তাই না ! শিবের জয়ন্তী পালন করে। শিবেরও বার্থপ্লেস (জন্মস্থান) রয়েছে, তাহলে শ্রীকৃষ্ণেরও জন্মস্থান রয়েছে। কৃষ্ণের জয়ন্তী তো অতি ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। এখন তো শিব-জয়ন্তীতে ছুটিও দেওয়া হয় না। অন্ধকার নগরী, তাই না ! এখানে হলোই প্রজার উপর প্রজার রাজ্য। হওয়া উচিত রাজা-রানীর রাজ্য। সে তো ড্রামা অনুসারে থাকেই না।

তোমরা জানো যে ভারত পবিত্র রাজস্থান হয়ে যাবে, তাহলে ওনাদেরকেও জাগরিত করতে হবে। পুনরায় দৈবী রাজস্থান স্থাপিত হচ্ছে। এখন আসুরীয় রাজস্থান হয়ে গেছে। পূর্বে ভারতবাসীরা পবিত্র ছিল, এখন তো অপবিত্র হয়ে গেছে, তবেই তো লোকেরা তাদের (দেবী-দেবতা) পূজা করে। এখন তো হলো নো রাজস্থান (রাজস্থান নেই)। তোমরা চিঠি লিখতে পারো অথবা সংবাদপত্রেও দিতে পারো যে ভারত ৫ হাজার বছর পূর্বে দৈবী রাজস্থান ছিল, এখন আর নেই। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় ভাই-বোন। তোমরা হলে অতি অল্পসংখ্যক। গাওয়াও হয়ে থাকে -- রাম গেছে, রাবণ গেছে...। বোঝানো উচিত যে আমাদের কাছে অতি অল্পসময় বাকি রয়েছে। বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে থাকো। সাথে সাথে ভবিষ্যতেরও খেয়াল রাখো। এই ধান্দাও (কাজ) করো, শরীর নির্বাহও করতে হবে। এ হলো ভবিষ্যতের জন্য। এতে পরিশ্রমের কিছু নেই, একদম সহজ। সেকেন্ডে ২১ জন্মের জন্য জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করতে হবে। বাবাকে

স্মরণ করলেই পবিত্র হবে। কোনো অপবিত্রই যেতে পারে না। অনেক সাজা ভোগ করতে হবে। তাহলে এখন হলো বিনাশকাল। যাদব আর কৌরবদের হলো বিপরীত বুদ্ধি। পান্ডবদের ছিল প্রীত বুদ্ধি, যাদের বিজয় হয়েছিল। এখন সেই সময়ই চলছে। বাবা বুঝিয়ে থাকেন -- কেবল এ'কথা স্মরণ করো যে এখন ফিরে যেতে হবে। এছাড়া সময় অতি অল্প রয়েছে, নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে। গৃহস্থী জীবনে থেকেও কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণেরই সিড়ি হলো দীর্ঘ। রুদ্রমালা তৈরী হবে তারপর পুরস্কার পাবে। রাজ্য-ভাগ্য পেতে হবে, তারজন্য বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। এ হলো বুদ্ধিযোগের যাত্রা। বাবার কাছে দৌড়াতে হবে। দেখতে হবে যে সারাদিনে বাবাকে কতখানি সময় স্মরণ করেছি। কতজনকে কাঁটার থেকে ফুলে পরিণত করেছি। প্রজা না তৈরি করলে তখন কাদের উপর রাজ্য করবে, সেইজন্য প্রথমে ৮ জন মুখ্য তৈরি হয়, তারপর ১০৮, তারপর ১৬১০৮ হয়ে যায়। বিবেকও বলে -- এ তো অবশ্যই রয়েছে, বৃদ্ধি তো হতেই থাকবে। রাজধানী বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। এখনো তো অগণিত লক্ষ-লক্ষ আসবে। বুদ্ধিতে এ'কথা পাকাপাকিভাবে স্মরণে রাখো -- এখন আমাদের ঘরে যেতে হবে। এই পুরোনো দুনিয়ার অনেক দুঃখ রয়েছে। ব্যস, একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। এ হলো অনেক বড় দীর্ঘ যাত্রা। পরে যারা আসবে তারা এত উচ্চপদ পাবে না। কত পরিশ্রম করতে হয়। কত কর্মভোগ ভুগতেই হয়।

তারপর ভবিষ্যতে যারা আসবে তারা এত পরিশ্রম কি'করে করতে পারবে, যাতে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে ? জনকও ত্রেতায় চলে গেছে। সূর্যবংশীয় রাজা হতে পারেনি। রাজা ছিল, স্যারেন্ডারও (বলিপ্রদত্ত) হয়েছিল, কিন্তু দেরীতে (টু লেট) এসেছিল সেইজন্য চন্দ্রবংশীতে চলে গেছে। এই কথাগুলি ব্রাহ্মণই বুঝতে পারে,শূদ্র বুঝতে পারে না। হ্যাঁ, অনেকের পিউরিটি (পবিত্রতা) ভালো লাগে কিন্তু পিউরিটিতে থেকে দেখাক, তাই না ? সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে ফলোয়ার্স (শিষ্য) বলা হয়ে থাকে, স্বয়ং তো পবিত্র হয় না তাহলে ফলোয়াররা কিভাবে হবে ? এও তো হলো মিথ্যা, তাই না ! কোনো সৎসঙ্গে এইম অবজেক্ট থাকে না। কত অগণিত সৎসঙ্গ রয়েছে। এ তো বাবা-ই এসে মানুষ থেকে দেবতায় পরিনত করেন। বিশ্বের মালিক তোমরা হও একমাত্র শিববাবার স্মরণের মাধ্যমে। বাবাকে যদি স্মরণই না করবে তাহলে উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত হবে ? এ তো হলো তোমাদের কাজ - পুরুষার্থ করে নিরন্তর স্মরণ করা। নিরন্তর যেন স্মরণে থাকে, এই অবস্থা অন্তিমে হবে। এখন নয়। ভবিষ্যতে ৮ জনই বিজয়প্রাপ্ত করে, স্মরণ করতে করতে সবচেয়ে প্রথমে চলে যায়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এ হলো বিনাশের সময়, সেইজন্য দেহধারীদের সঙ্গে ভালবাসা ছিন্ন করে একমাত্র বাবার সঙ্গেই সত্যিকারের প্রীতি রাখতে হবে। এই পুরানো ঘরের প্রতি মোহ দূর করে দিতে হবে।

২) জ্ঞানের বুলবুল হয়ে নিজের সমান কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করার সেবা করতে হবে। স্মরণের দৌড় লাগাতে হবে।

বরদানঃ- সকল যোগ্যতার দ্বারা নিজেকে ভ্যালুয়েবেল বানিয়ে বেফিকর বাদশাহ্ ভব

বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের অফার করেন - বাচ্চারা, যোগ্য রাইট হ্যান্ড হও, যোগ্য সেবাধারী হও। যে যোগ্য হয়, সে বেফিকর বাদশা হয়। স্থূল যোগ্যতা, জ্ঞানের যোগ্যতাও মানুষকে ভ্যালুয়েবেল বানিয়ে দেয়। যোগ্যতা না থাকলে ভ্যালুও থাকে না। আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবার যোগ্যতা হলো সবথেকে বড়। এইরকম যোগ্য আত্মাকে কোনো কথা/বিষয় অবরুদ্ধ করতে পারে না। যোগ্য হওয়া মানে আমার তো হলো একমাত্র বাবা, ব্যস্ আর কোনো কথা বুদ্ধিতে যেন না থাকে।

স্লোগানঃ- একরস স্থিতির অনুভব করতে হলে একমাত্র বাবার সাথেই সকল রসের অনুভূতি করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;